দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

এসএসসি দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল

গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য যাচ্ছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশের সূচনা থেকে এবার পাসের হার সর্বোচ্চ, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও সর্বোচ্চ। এবার প্রথমবারের মত সবচে' কম সময়ের মধ্যে, পরীক্ষার ৭৬ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করা হলো। দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা ২০০৬-এ মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ৯৫ হাজার ১২৩ জন, এদের মধ্যে পাস করেছে ৬ লাখ ১৯ হাজার ১৮৬ জন পরীক্ষার্থী। সকল শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৬২.২২ ভাগ। শুধু এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৯.৪৭ ভাগ, এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ হাজার ৩৮৪ জন। তবে সবগুলো শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচে' ভাল ফলাফল উপহার দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার্থীরা। মোট ১ লাখ ৬১ হাজার ৯৯৯ জন দাখিল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ২২ হাজার ৮০৮ জন কৃতকার্য হয়েছে। পাসের এ হার ৭৫.৮১ ভাগ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬০৮৬ জন। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ স্ব স্ব বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলের সারাংশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর নামি-দামী স্কুলগুলোসহ ক্যাডেট কলেজগুলো বরাবরের মত এবারও ভাল রেজাল্ট করেছে। তবে কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা গতবারের চেয়ে প্রায় অর্ধেকে নেমে এলেও এবারও এ সংখ্যা দুই শতাধিক। দেশের পাবলিক পরীক্ষার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম ধাপের এই ফলাফল শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

অতীতে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ব্যাপক নকলপ্রবণতার কারণে আমাদের পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে যেতে বসেছিল। পাবলিক পরীক্ষাগুলোকে নকলমুক্ত করা এবং ফলাফল প্রদানে গ্রেডিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা একটি প্রশংসনীয় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়। নকলবাজির কারণে প্রথমদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার এবং পাসের হার হতাশাজনকভাবে নঅচে নেমে গেলেও পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং পাসের হার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সাফল্য প্রমাণিত হল। নকল করে পরীক্ষা পাসের সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীরা এখন বইমুখী হচ্ছে, এরই ধারাবাহিক অগ্রগতি এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল দাবী করেছে। ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার বছর যেখানে মাত্র ৭৬ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল, সেখানে পযার্যক্রমে ৩২৭, ১৩৮৯ জন এবং ২০০৪ সাল থেকে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজারে। পাশাপাশি নকলবিরোধী অভিযানের প্রথমদিকে যেখানে একদিনেই কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী নকল করার দায়ে এবং প্রচুরসংখ্যক শিক্ষকের নকলে সহযোগিতা করার দায়ে বহিষ্কার হওয়ার নজির রয়েছে, সেখানে এবারের পুরো পরীক্ষায়ও বহিষ্কারের সংখ্যা হাজারের ঘর স্পর্শ করেনি। ২০০২ সালে নকলের দায়ে ২৭ হাজার ৩৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়, আর ২০০৬ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫৫৮ জন। পরীক্ষার ফলাফলে এই ক্রমোন্নতি জাতিকে আশান্বিত করবে। যদিও এটা শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করে না, তথাপি শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষার মানোন্নয়নে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত। তবে যুগোপযোগী, কর্মমুখী ও নৈতিক মানসম্পন্ন একটি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে। শিক্ষা প্রশাসনে বিরাজমান ব্যাপক দুর্নীতি, শিক্ষকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মানের অভাব এবং প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন না ঘটাতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মোটামুটি মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতি। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজিত বৈষম্যসমূহ দূর করা না গেলে শিক্ষার সুষম মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের সমস্যাগুলো দূর করে তা চাকরি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মেধাবী ও ভাল অর্জনকারী ব্যক্তিদের শিক্ষকতার মত পেশায় আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা কর হবে। শিক্ষা প্রশাসনে বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করার সাথে সাথে শি নিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে বাণিজ্য ও সার্টিফিকেট ব্যবসা বন্ধ করে মানসম্মত শি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য সহজলভ্য করার ব্য করতে হবে। এখনো শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য থাকে কমিয়ে আনার পাশাপাশি ঝরে পড়াদের জন্য বিকল্প কর্মমুখী শিক্ষা প্রশিক্ষণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের উ এই ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে সংশ্লিষ্ট সকে সমবেত প্রচেষ্টা থাকতে হবে। ২০০৬ সালের এসএসসি, দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের অভিনন্দন